Study Materials

Gobindaprasad Mahavidyalaya

From. Prof. D.K. Pandit
Date:- 25.5.20

Semester VI (Hons)

Module IV :- Backword Castes and Tribes - Anti Caste politics and Strategies - Reservation policy and agitation

ভারতে জাতিব্যবস্থা এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক:

ভারতীয় সমাজে জাতপাত ও রাজনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন আকর্ষণীয় দিক দেখে ব্যাখ্যা করা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিব্যবস্থার প্রভাব অনেকাংশে কমেছে। তথাপি ভারতের রাজনৈতিক জীবনে জাতপাত এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভোটদাতাদের সম্প্রদায় এবং উন্নত-অনুন্নত জাতি গোষ্ঠী বলি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলিও জাতিভিত্তিক সংগঠন পরিচালিত হয়। নিম্নে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল।

প্রথমত:, **জাতপাত ও গ্রামীণ রাজনীতি**:- বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এ. আর. দেশাই উল্লেখ করেন যে, ভারতে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনে জাতপাতের প্রভাব অনেক বেশি শক্তিশালী। গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার, দারিদ্র্য এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচনের জন্য সামাজিক ভিত্তি হিসেবে জাতপাত নির্ণায়ক কার্যকারী। গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার এবং ভোটদাতাদের সমর্থন লাভের জন্য জাতপাতের ভিত্তিতে বিভিন্ন কৌশলের ~~Strategy~~ প্রয়োগ করা হয়। এমনকি নির্বাচনে প্রার্থীপদ মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির দিকে লক্ষ্য রেখে Candidate নির্বাচন করা হয়। যাতে ভোট বেশি সংখ্যায় সমর্থন আদায় করা যায়। এটাই হল Anti Cast Politics এর প্রধান Stragie বা কৌশল। অধ্যাপক মরিস জোনস যে কথা বলেছেন তাই ঠিক হল।। Now-a-days all political parties try to put up Candidates belonging to locally preponderant castes. বর্তমানে দেশে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ভূমিহার, কুর্মি, যাদব, রাজপুত, জাঠ, মহারাষ্ট্রে মারাঠা ও মাহার, তামিলনাড়ুতে নাদার, গুজরাটে পাতিদার ও অন্ধ্রপ্রদেশে জাতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তৈলঙ্গ, অন্ধ্র, ...

P. T. O →

দ্বিতীয়ত:, জাতিভিত্তিক সংগঠনের সৃষ্টি:- দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ এর পর ভারতে যে সমস্ত সংগঠনগুলি জাতপাতের চেতনাকে মূলধনরূপে ব্যবহার করে এবং রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুর দক্ষিণ অঞ্চলে নাদার সংগম নামক সংগঠনটি বিশেষ সক্রিয় ছিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই সংগঠনগুলিকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ - বাবু জগজীবন রাম দীর্ঘকাল তফসিলি জাতির নেতা হিসাবে কংগ্রেস দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তৃতীয়ত:, জাতপাত ও রাজনৈতিক দল:- ভারতীয় রাজনীতিতে বহু রাজনৈতিক দল জাতপাতের উপর নির্ভর করে তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এটি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কৌশল। যেমন তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে দল জাতপাতের ভিত্তিতেই নিজ শক্তি জুগিয়েছে। কিন্তু তেমনি বিহার ও উত্তরপ্রদেশ - অনুন্নত জাতিগুলির সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল সংগঠিত হয়েছে। কাঁশিরাম ও মায়াবতীর নেতৃত্বে বহুজন সমাজ পার্টি দলিতদের নিয়ে গঠিত। তামিলনাড়ুতে অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তি আধিপত্য লাভ করেছে। এছাড়া আরও কেউ কেউ উল্লেখ করেন যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনগ্রসর জাতির রাজনৈতিক প্রভাব বেড়েছে। ঝাড়খণ্ড - ছত্তিশগড় মূলত: এই উপজাতি জাতিগুলির স্বার্থ রক্ষার জন্য এই জাতিগুলির আঞ্চলিক স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হয়েছে। হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে জাট, মহারাষ্ট্রে মারাঠা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে কাম্মা ও রেড্ডিদের রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

চতুর্থত:, তফসিলিভুক্ত নিম্ন জাতির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি:-

বিগত কয়েক দশকে তফসিলিভুক্ত নিম্ন জাতির মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান চেতনা এবং রাজনৈতিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। সংখ্যালঘু এবং তফসিলি জাতিগুলি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবি নিয়ে নতুনভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিরূপে পরিণত হচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনায় জাতপাত ও রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরা হলেও রজনী কোঠারি মন্তব্য করেন যে, ভারতে জাতপাত রাজনীতি

P.T.O →

(৩)

রাজনীতিকে প্রভাবিত করে না, উপরন্তু রাজনীতির (politics) জাতপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর মতে, "It is not politics that gets caste-ridden it is caste that gets politicized." রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জাতপাত-সংগঠিত শক্তি বিচার, জাতপাত-ভিত্তিক নির্বাচনী প্রার্থী মনোনয়ন এবং জাতপাতের বিভিন্ন দিক প্রকাশ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। তবুও বলা যায়, ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাত অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষাবিস্তার, নগরায়ন, শিল্পের প্রসারের ফলে ক্রমবর্ধমান — জাতপাতের ভূমিকায় দুর্বল অবস্থান-দুর্বল হয়েছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতি ব্যবস্থাকে এক বিশেষ সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে গণ্য করা হত। ইংরেজ শাসন-কালে ও উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের-প্রভাবে পরিবর্তন শুরু হয়। স্বাধীন ভারতে উচ্চবর্ণ গোষ্ঠী-জাতের চিরাচরিত প্রাধান্য ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার প্রসার এবং নগরায়নের ফলে জাতিভেদ প্রথার-কঠোরতা দুর্বল হয়। আধুনিক ভারতে সামাজিক গতিশীলতা ও জাতিব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ সমাজের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

— ০ —